[২০১৮] ১০ এস সি আর ৬৩৪

'আর. এস. সেহরাওয়াত

বনাম

রাজীব মালহোত্রা ও অন্যরা

(২০০৬ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬৮৪)

০৫, সেপ্টেম্বর, ২০১৮

[দীপক মিস্রা , প্রধান বিচারপতি এবং এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতিদ্বয়]

আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর ধারা, ১৯ (১) (খ)-আদালত অবমাননা-অননুমোদিত নির্মাণগুলির পুনর্গঠন-তথ্যের ভিত্তিতে, আপিলকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং ধ্বংসের ঘটনার সাথে জড়িত অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উত্তরদাতার রিট পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা প্রথমে সম্পত্তির উপর অননুমোদিত নির্মাণ চালানোর অনুমতি দিয়েছিল এবং পরে একতরফাভাবে কাঠামোটি ভেঙে দিয়েছিল-পি. আই. এল-এর পূর্ববর্তী আদেশ অনুসারে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ-অননুমোদিত উপনিবেশগুলিতে অননুমোদিত নির্মাণগুলিকে বাধা দেওয়া-আপিলকারীকে নোটিশ জারি করা-আপিলকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের দ্বারা হলফনামা দাখিল করা-আদালত অবমাননা করার জন্য আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত করা-মিথ্যা হলফনামা দাখিল করে আপিলকারী-জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা এবং তার কাজগুলি যথাযথ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা দেখায়-আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা আপিলের রেকর্ডের উপর ভিত্তিহীন পদক্ষেপ-আবেদনকারীকে নোটিশগুলি তার সমসাময়িক আদালত কর্তৃক প্রত্যাশিত সত্যাসত্য যাচাই করা যাবে না-হাইকোর্টের আদেশের উপর নির্ভর করে যে আপিলকারী-জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করে, আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং তার কাজগুলি যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা দেখায়-আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা আবেদনকারী রেকর্ডটি

আপীলটি মঞ্জুর করে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১ এটা স্পষ্ট যে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়েছে কারণ এটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত ছিল যে ৬৩৪ নির্দেশ সত্ত্বেও খামারগুলিতে অননুমোদিত নির্মাণ করা হয়েছিল।

আর. এস. সেহরাওয়াত বনাম রাজীব মালহোত্রা ও অন্যরা ৬৩৫

৬৩৫ একটি রিট পিটিশনে আদেশে রয়েছে। আদেশে আরও রেকর্ড করা হয়েছে যে আদালতে উপস্থিত আধিকারিকরা কারণ দর্শানোর নোটিশটি গ্রহণ করেছিলেন। আবেদনকারী, অন্যান্য আধিকারিকদের মতো, তাঁর সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করে তাঁর হলফনামা দাখিল করেছিলেন। আবেদনকারী তাঁর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নির্ধারিত কাজ অনুসারে এবং সমসাময়িক অফিস জমা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে সেই বিষয়টি রিপোর্ট করার জন্য প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে খামারগুলিতে অননুমোদিত কাঠামো ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। উক্ত সমসাময়িক অফিস প্রতিবেদনের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা সন্দেহ করা যায়নি।

প্রত্যুত্তরের হলফনামায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কর্পোরেশনের কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে অননুমোদিত নির্মাণগুলির ধ্বংসযজ্ঞের তদারকি করছিলেন এবং তাই, ভেঙে ফেলার ঘটনাকে শক্তিশালী করে অফিস জমা দেওয়া এবং ফটোগুলির আকারে সমসাময়িক রেকর্ড নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না। তবে, আইনজীবীদের কমিটির প্রতিবেদনটি ২০০০ সালের ৭ই জুন থেকে ৬ মাসেরও বেশি সময় এবং ২০০০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩ মাসেরও বেশি সময়ের ব্যবধানের পরে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে সাইট পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। অতএব, উক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত প্রকৃত অবস্থানটি ধ্বংসের তারিখে প্রাপ্ত প্রকৃত অবস্থান নাও হতে পারে। এটি অজানা নয় যে এই ধরনের অননুমোদিত কাঠামো কর্মকর্তাদের দ্বারা ধ্বংসের কাজ করার পরে রাতারাতি পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে এবং করা হয়েছিল। এটি অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা গোপনে এবং নোটিশ ছাড়াই করা হয়েছিল। আবেদনকারীর দায়ের করা জবাবের হলফনামায় বর্ণিত প্রকৃত অবস্থানটি আরও প্রকাশ করে যে অননুমোদিত কাঠামোর ক্ষেত্রে ক্রমাগত ফলো-আপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ধ্বংস করা হয়েছিল। উপরন্তু, আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সেই তারিখের পরে যে কোনও উন্নয়ন বা অবৈধ কার্যকলাপ আপিলকারীকে দায়ী করা যায় না। এই সমস্ত দিকগুলি হাইকোর্ট দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ৯] [৬৪১-জি-এইচ; ৬৪২-এ-এফ]

সাহদেও আলিয়াস সাহদেও সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১০) ৩ এস. সি. সি. ৭০৫: [২০১০] ২ এস. সি. আর. ১০৮৬; মুথু কারুপ্পান, পুলিশ কমিশনার, চেন্নাই বনাম পরিথি লামভাজুতি এবং আনর। (২০১১) ৫ এস. সি. সি. ৪৯৬: [২০১১] এস এস. সি. আর. ৩২৯; মৃত্যুঞ্জয় দাস এবং আনর বনাম সৈয়দ হাসিবুর

রহমান এবং অন্যান্য. মৃত্যুনজয় দাস এবং অন্য. সৈয়দ হাসিবুর রহমান এবং অন্যান্য. (২০০১) ৩ এস. সি. সি ৭৩৯: [২০০১] ২ এস. সি. আর ৪৭১-উল্লেখ করা হয়েছে।

রেকর্ডের বিষয়বস্তু অনুসারে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে আবেদনকারী ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০-এর আগে বা পরে অননুমোদিত কাঠামো পুনর্গঠনে অবদান রেখেছিলেন। উপরন্তু, আবেদনকারীকে খুব কম নির্দিষ্ট অভিযোগ দেওয়া হয়নি যা তিনি পূরণ করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। তবুও, বিতর্কিত রায়ের চূড়ান্ত উপসংহার হল যে আপিলকারীর কাজগুলি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা দেখায় এবং ভুল হলফনামা দাখিল করার জন্য আদালত অবমাননা করার সমতুল্য। উচ্চ আদালত তার আবেদনের সমর্থনে আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা সমসাময়িক রেকর্ড যাচাই বা পরীক্ষা করার কোনও চেষ্টা করেনি যে তার দায়ের করা হলফনামায় বর্ণিত সত্যিকারের অবস্থানটি উক্ত রেকর্ড থেকে প্রমাণিত এবং শক্তিশালী করা হয়েছিল।

এইভাবে দাখিল করা হলফনামাকে _ ভুল বা বলা যাবে না।

প্রথম ধ্বংসের তারিখ থেকে ৬ মাস এবং দ্বিতীয় ধ্বংসের ৩ মাস পর প্রস্তুত করা আইনজীবী কমিটির প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তিকর। [অনুচ্ছেদ ১২] [৬৪৫-ডি-ই]

২০০১ সালের জানুয়ারিতে প্রস্তুত করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি বলে হাইকোর্টের রেকর্ড করা সিদ্ধান্তটি সঠিক পদ্ধতি নয় এবং স্পষ্টতই ভুল। হাইকোর্টের উচিত ছিল অফিস জমা দেওয়া, মিসেল ব্যান্ড রেজিস্টার, অফিস ফাইল, নোটিশ, ছবি এবং প্রেস রিপোর্ট ইত্যাদির আকারে সমসাময়িক রেকর্ডের সত্যতা এবং সত্যতা পরীক্ষা করা। এটি একটি ভিন্ন বিষয় হবে যদি সমসাময়িক রেকর্ড আপিলকারীর দায়ের করা হলফনামায় আপিলকারীর নেওয়া অবস্থানকে সমর্থন না করে।

প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন যেখানে ইস্যুটির বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মোকাবিলা করা হয়েছে এবং আবেদনকারীর নেওয়া আবেদনটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৬৪৫-জি-এইচ; ৬৪৬-এ-বি]

১.৪ আপীলকারীর দ্বারা গৃহীত নির্দিষ্ট অবস্থান উচ্চ আদালত মোটেও বিবেচনা করেনি। আপীলকারী এটি করেছেন

আর. এস. সেহরাওয়াত বনাম রাজীব মালহোত্রা ও অন্যরা

পুনর্বিবেচনার আবেদনে ত্রুটি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এটি ধরে রাখা সম্ভব নয় যে ৭ই জুন, ২০০০ এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০০-এ গৃহীত ধ্বংসযজ্ঞের কাজটি সমসাময়িক অফিস জমা/রেকর্ড এবং আবেদনকারীর দ্বারা তার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া ফটোগুলিতে প্রতিফলিত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীকে একক ভিত্তিতে সফল হতে হবে যে উচ্চ আদালত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন না করে বা তাকে এই ধরনের অভিযোগ দাখিল না করে তার

বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অগ্রসর হয়েছিল; এবং আরও কারণ আবেদনকারীর দ্বারা হলফনামা দাখিল করা সমসাময়িক সরকারী রেকর্ড দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা ন্যায়বিচারের প্রশাসনের যথাযথ পথে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে অভিহিত করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৬,১৭] [৬৪৮-সি-ই]

১৫ দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় এবং আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং খারিজ করে দেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ অনুসারে আপিলকারীকে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশগুলি এতদ্বারা বাদ দেওয়া হয়। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৬৪৮-এফ-জি]

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০১০] ২ এস. সি. আর. ১০৮৬ অনুচ্ছেদ ১১

[২০১১] ৫ এস. সি. আর. ৩২৯ অনুচ্ছেদ ১১

[২০০১] ২ এস. সি. আর. ৪৭১ অনুচ্ছেদ ১১

ফৌজদারি আপিল বিচার বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ২০০৬ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬৮৪।

২০০০ সালের সিডব্লিউপি নং ৬৭৩৪-এ ২০০১ সালের সিএম নং ৮২০-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে এবং ২০০০-এর সিডব্লিউপি নং ৬৭৩৪-এ যথাক্রমে ২০০১-এর আর. এ নং ৬৬০০-এ ১০.০৫.২০০৬-এর আদেশ থেকে।

কে রাধাকৃষ্ণণ, এ. সি., অশোক কুমার পান্ডা, সিনিয়র অ্যাডভান্সেস, অশোক মাথুর, মিসেস আশা জি. নায়ার, আর. কে. রাঠোর, মিসেস আর. ভরদ্বাজ, রাজ বাহাদুর, মিসেস অনিল কাটিয়ার, পি. পরমেশ্বরন, প্রবীণ স্বরূপ, ভি. কে. ভার্মা, আইনজীবীগণ।

আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর ১৯ (১) (খ) ধারার অধীনে তাত্ক্ষণিক আপিল, দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০০১ সালের সিডব্লিউপি-র নতুন দিল্লিতে প্রদত্ত রায় এবং আদেশের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ২০০১ সালের ১ জুন তারিখের নং, ৬৭৩৪ ০এফ২০০০ এবং ২০০০ সালের ১০ মে, ২০০৬ তারিখের সিডব্লিউপি-র আরএ -এ অননুমোদিত নির্মাণ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে একতরফাভাবে উক্ত কাঠামোটি ভেঙে দিয়েছিলেন। এটি ছিল ২০০০ সালের সিভিল রিট পিটিশন -এ করা অভিযোগ যা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

কাঠামোটি ভেঙে ফেলার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৩রা নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখের সি. ডব্লিউ. পি. যুক্ত জনস্বার্থ মামলায় জারি করা নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অননুমোদিত কলোনীতে অননুমোদিত নির্মাণ নিষিদ্ধ করে, ৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে এম. সি. ডি-র আধিকারিকদের এবং যে পুলিশ কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা কেন শুরু করা উচিত নয় তার কারণ দেখানোর জন্য বর্তমান রিট পিটিশনে নোটিশ জারি করে।

৩, নোটিশ পাওয়ার পর, আপিলকারী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা তাঁদের নিজ নিজ হলফনামা দাখিল করেন। আপিলকারী ৩ জানুয়ারি, ২০০১ তারিখে তাঁর বিস্তারিত হলফনামা দাখিল করেন।

১৯৯৭ সালের ৩রা নভেম্বর হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলবেন বলে প্রত্যাশিত আধিকারিকরা। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে, আবেদনকারী জোর দিয়ে বলেন যে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত কাজটি সম্পাদন করেছেন এবং তাদের কাছে সম্মতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে তিনি ২০০০ সালের ৭ই মার্চ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র সৈনিক ফার্মে ১৪টি বড় ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলেছিলেন। এটি দাবি করা হয়েছিল যে রিট আবেদনকারী আগের অনুষ্ঠানে ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও একই স্থানে অবৈধভাবে ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন।

এই যুক্তির সমর্থনে যে তিনি সংশ্লিষ্ট কাঠামো ভেঙে ফেলার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত অফিস জমা দেওয়ার পাশাপাশি ধ্বংস অভিযানের আগে ও পরে নেওয়া কাঠামোগুলির ফটোগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন। আবেদনকারীর গৃহীত অবস্থানের বিরোধিতা করেছিলেন উত্তরদাতা নং এল। প্রকৃত অবস্থান যাচাই করার জন্য, হাইকোর্ট ১২ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সাইটটি পরিদর্শন করতে এবং একটি সত্য অনুসন্ধানের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আইনজীবীদের একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল। সেই প্রতিবেদনটি ২৩ জানুয়ারী, ২০০১-এ আইনজীবীদের কমিটি দ্বারা হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছিল।

৪. হাইকোর্ট ২৪শে জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে তার প্রাথমিক মতামত নথিভুক্ত করার পরে আবেদনকারী সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয় এবং আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত নয় সে সম্পর্কে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। উক্ত আদেশের পরে, আবেদনকারী ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১ তারিখের আরও একটি হলফনামা দাখিল করেন এবং পূর্ববর্তী হলফনামায় নেওয়া অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ৭ই জুন, ২০০০ এবং সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ ধ্বংস করার পরে একই স্থানে পুনর্নির্মাণের সম্ভাবনার অবস্থানও ব্যাখ্যা করেন। আবেদনকারী সমসাময়িক প্রমাণ যেমন রিপোর্ট পি এবং ধ্বংসের ফটোগুলির উপরও নির্ভর করেছিলেন।

উচ্চ আদালত অবশ্য আবেদনকারীর দেওয়া ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়নি এবং ৩রা জানুয়ারি, ২০০১-এ মিথ্যা হলফনামা দাখিলের জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ নথিভুক্ত করতে এগিয়ে যায়। আবেদনকারী একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করেন যা ১০ই মে, ২০০৬-এ খারিজ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, আবেদনকারী বর্তমান আপিলের মাধ্যমে উভয় আদেশকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন।।

৫। আবেদনকারীর প্রধান অভিযোগ হল যে কোনও যথাযথ অভিযোগ তৈরি করা হয়নি এবং আবেদনকারীকে জানানো হয়নি। ৬ই ডিসেম্বর, ২০০০-এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে জারি করা প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশটি সম্ভবত ৩রা নভেম্বর, -এ দেওয়া নির্দেশ অমান্য করার জন্য ছিল।

১৯৯৭ সালে ১৯৯৩ সালের সি. ডব্লিউ. পি. -এ; যেখানে ২৪শে জানুয়ারি, ২০০১ তারিখের আদেশ অনুসারে আপিলকারীকে জারি করা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশটি ছিল ৩রা জানুয়ারি, ২০০১ তারিখের একটি ভুল এবং বিভ্রান্তিকর হলফনামা দাখিল করার জন্য। আপিলকারী ৩রা জানুয়ারি, ২০০১ তারিখের তাঁর হলফনামায় এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১ তারিখের আরও হলফনামায় প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ করেছিলেন।

উক্ত হলফনামায় বর্ণিত সত্যিকারের অবস্থানটি হাইকোর্ট তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে মোটেও বিশ্লেষণ করেনি। অন্যদিকে, হাইকোর্ট, আইনজীবীদের কমিটির জমা দেওয়া প্রতিবেদনে রেকর্ড করা সত্যিকারের অবস্থান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অপরাধের একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করতে এগিয়ে যায়, আবেদনকারীর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যে প্রশ্নযুক্ত অননুমোদিত কাঠামোটি ৭ জুন, ২০০০ এবং আবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। অফিস জমা দেওয়া, প্রেস রিপোর্ট এবং ফটোগ্রাফের আকারে ধ্বংসের পরিমাণ সম্পর্কিত সমসাময়িক রেকর্ডও হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছিল। তবে, তা উপেক্ষা করা হয়েছে।

আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে, ২০০১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের হলফনামায় সংবাদ চ্যানেলগুলির দ্বারা করা ভিডিও রেকর্ডিং সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ভিডিও ক্লিপিংগুলি চালানোর স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু হাইকোর্ট আবেদনকারীর এই অনুরোধটি মোটেও বিবেচনা করেনি। ধ্বংস এবং আইনজীবীদের কমিটির দ্বারা পরিদর্শনের মধ্যে সময়কাল বেশ উল্লেখযোগ্য হওয়ায়, প্রশ্নযুক্ত কাঠামোগুলির পুনর্গঠনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায়নি। তবে, হাইকোর্ট এই দিকটি নিয়ে কাজ করেনি।

৬। প্রত্যর্থী নং ১-এর কারণ সমর্থনকারী প্রত্যর্থী নং ১ এবং অ্যামিকাস কিউরি অবশ্য যুক্তি দেখাবেন যে হাইকোর্টের নথিভুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি বা উপসংহারে কোনও ত্রুটি নেই।

৭. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী মিঃ অশোক মাথুর, আর মিঃ কে রাধাকৃষ্ণন, অ্যামিকাস আরটি কিউরি হিসাবে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী এবং উত্তরদাতার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মিঃ অশোক কুমার পাণ্ডাকে শুনেছি।

৮। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আবেদনকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উক্ত আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশে বলা হয়েছেঃ

তাত্ক্ষণিক পিটিশনে, সৈনিক ফার্মে অননুমোদিত নির্মাণ করা হয়েছিল যা একটি অননুমোদিত কলোনী। এটি

বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারী ২০০০ সালের জুলাই মাসে নয়াদিল্লির সাঁইকি ফার্মের অশোকা অ্যাভিনিউতে প্লট নং, ৩৭C পরিমাপের ৮৩৪ বর্গ মিটারের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। ভবনটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং

যখন এটি সমাপ্তির কাছাকাছি ছিল তখন এটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। আমরা বুঝতে পারি না যে ২০০০ সালের জুলাই থেকে ২০০০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত যখন এই আদালতের ৩ নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখের আদেশ কার্যকর ছিল তখন পর্যন্ত বিল্ডিং ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে মনে হয় যে এমসিডির সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এবং পুলিশ আবেদনকারীর সাথে মিলিত না হলে এই বিল্ডিংটি তৈরি করা যেত না। আবেদনকারীর অভিযোগ যে তিনি নির্মাণের জন্য বিভিন্ন অফিসে ঘুষ দিয়েছিলেন। তিনি সেই কর্মকর্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

গ এই পরিস্থিতিতে, আমরা এম. সি. ডি এবং পুলিশের নিম্নলিখিত আধিকারিকদের কাছে নোটিশ জারি করা উপযুক্ত বলে মনে করি, যাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা কেন শুরু করা হবে না তার কারণ দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার সময় নিয়োগ করা হয়েছিলঃ পি মিঃ আর. এস. শেরাওয়াত (বিচারপতি ই) এম. সি. ডি মিঃ ইউ. এস. চৌহান (বিচারপতি ই) এম. সি. ডি মিঃ এস. আর. ভরদ্বাজ, এ. ই. সাউথ জোন বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট এম. সি. ডি।

পুরন সিং রাওয়াত, বেলদার, এম. সি. ডি. শ্রী রাকেশ বেলদার, এম. সি. ডি. শ্রী মান মোহন, এস. আই. চৌকি ভারপ্রাপ্ত, সৈনিক ফার্মস শ্রী ভি. কে. মালহোত্রা, এম. সি. ডি-র প্রাক্তন প্রকৌশলী শ্রী বীর সিং, এস. এইচ. ও।

এসএস ওওয়াই ভা উপরোক্ত আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন এবং তাঁরা নোটিশ গ্রহণ করেন। কারণ দর্শানোর নোটিশটির জবাবে হলফনামা দাখিল করার জন্য তাঁদের দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়। রিট পিটিশনের আবেদনগুলি পরবর্তী তারিখের আগে শেষ করা উচিত।

৯. এই আদেশের একটি খালি পর্যালোচনায়, এটি স্পষ্ট যে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নিয়েছিল কারণ এটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত ছিল যে ১৯৯৭ সালের ৩রা নভেম্বর -এর আদেশে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও সৈনিক ফার্মে অননুমোদিত নির্মাণ করা হয়েছিল।

আদেশে আরও রেকর্ড করা হয়েছে যে কারণ দর্শানোর নোটিশটি আদালতে উপস্থিত আধিকারিকরা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

অন্যান্য আধিকারিকদের মতো আবেদনকারীও ৩ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের হলফনামার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করে তাঁর হলফনামা দাখিল করেছিলেন। আবেদনকারী তাঁর ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নির্ধারিত কাজ অনুসারে প্রাসঙ্গিক সময়ে সৈনিক খামারগুলিতে অননুমোদিত কাঠামো ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ এবং সমসাময়িক অফিস জমা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর উর্ধ্বতনদের কাছে সেই বিষয়টি রিপোর্ট করার বিষয়ে প্রকৃত অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। উক্ত সমসাময়িক অফিস প্রতিবেদনের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা সন্দেহ করা যায়নি।

প্রত্যুত্তরের হলফনামায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কর্পোরেশনের কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে অননুমোদিত নির্মাণগুলির ধ্বংসযজ্ঞের তদারকি করছিলেন এবং তাই, ভেঙে ফেলার ঘটনাকে শক্তিশালী করে অফিস জমা দেওয়া এবং ফটোগুলির আকারে সমসাময়িক রেকর্ডকে সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না। তবে, আইনজীবীদের কমিটির প্রতিবেদনটি ২০০০ সালের ৭ই জুন থেকে ৬ মাসেরও বেশি সময় এবং ২০০০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩ মাসেরও বেশি সময়ের ব্যবধানের পরে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে সাইট পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। অতএব, উক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত প্রকৃত অবস্থানটি ধ্বংসের তারিখে প্রাপ্ত প্রকৃত অবস্থান নাও হতে পারে।

৭ই জুন, ২০০০ এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ এটি অজানা নয় যে এই ধরনের অননুমোদিত কাঠামো কর্মকর্তাদের দ্বারা ধ্বংসের কাজ শুরু হওয়ার পরে রাতারাতি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি গোপনে এবং নোটিশ ছাড়াই অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয়েছিল। আবেদনকারীর দায়ের করা উত্তর হলফনামায় বর্ণিত প্রকৃত অবস্থানটি আরও প্রকাশ করে যে ধ্বংস করা সহ অননুমোদিত কাঠামোর ক্ষেত্রে ক্রমাগত ফলো-আপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, আবেদনকারীকে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ থেকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সেই তারিখের পরে ঘটে যাওয়া কোনও উন্নয়ন বা অবৈধ কার্যকলাপ আবেদনকারীকে দায়ী করা যায় না। এই সমস্ত দিকগুলি হাইকোর্ট বিবেচনা করেনি।

১০. এই আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারী একটি তথ্যও নথিভুক্ত করেছেন যে তিনি নিম্নলিখিত তিনটি অভিযোগের জন্য তাঁর কমিশন এবং বাদ দেওয়ার কাজ সম্পর্কিত একই তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়েছিলেনঃ

শ্রী আর. এস. সেহরাওয়াত দক্ষিণ জোনের বিল্ডিং বিভাগে বিচারপতি ই (বি) হিসাবে কাজ করার সময় এবং সৈনিক ফার্ম এলাকার দায়িত্বে থাকাকালীন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুতর অসদাচরণ করেছিলেনঃ

১. তিনি মালিক/নির্মাতাদের সঙ্গে মিলে ৩৭-গ, ৪৯, -৫৪১, সৈনিক ফার্মে অননুমোদিত নির্মাণ কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক/চলমান পর্যায়ে এটি বন্ধ/ভেঙে ফেলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেননি।

২. তিনি সৈনিক ফার্মে উল্লিখিত অননুমোদিত নির্মাণটি কেবল ডিএমসি আইনের অধীনে ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ এড়াতে নথিভুক্ত করেননি।

৩. তিনি হাইকোর্টে ভুল হলফনামা জমা দিয়েছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে P.নং, ৪৯ এবং এইচ-৫৪১, সৈনিক খামারগুলিতে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এখনও সেই জায়গায় পাওয়া গেছে। এইভাবে, তিনি মাননীয় হাইকোর্টকে বিভ্রান্ত করেছেন।

তিনি এমসিডির কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য সিসিএস (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৬৪-এর নিয়ম ৩ (১) (১) এবং (এ১) লঙ্ঘন করেছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আপিলকারীর অবস্থানকে সমর্থনকারী সমস্ত সরকারী রেকর্ড বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দ্বারা উক্ত তদন্তে আপিলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

১১। যাই হোক না কেন, উত্তর প্রদেশের সাহদেও আলিয়াস সাহদেও সিং বনাম অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে অবমাননার কার্যধারা সম্পর্কিত আইনটি ২৭ নং অনুচ্ছেদে 'ই' অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

২৭. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে যে, হাইকোর্টের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অবমাননার কার্যধারা শুরু করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে, অবমাননার কার্যধারা আধা-ফৌজদারি প্রকৃতির হওয়ায়, অন্যান্য ফৌজদারি মামলার মতো একই মানের প্রমাণ প্রয়োজন। অভিযুক্ত অবমাননার সন্দেহের সুবিধা সহ ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে প্রদত্ত সমস্ত সুরক্ষা/অধিকারের সুরক্ষার অধিকারী। কোনও পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়টিকে উক্ত বিধানের আওতায় আনার জন্য ন্যায়বিচারের প্রশাসনে বাধা দেওয়ার একটি স্পষ্ট মামলা থাকতে হবে।

অভিযুক্ত অবমাননাকারীকে জানাতে হবে যে তাকে কোন অভিযোগটি পূরণ করতে হবে। সুতরাং, নির্দিষ্ট অভিযোগটি ১n নির্ভুলতার সাথে তৈরি করতে হবে। অভিযুক্ত অবমাননাকারী। (২০১০) ৩ এসসিসি ৭০৫ আরআর জিজ্ঞাসা করতে পারে।

আদালত তাকে সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দেবে . অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হলফনামার প্রতিনিধিরা। অবমাননার কার্যক্রম আধা-ফৌজদারি প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (এরপরে "সিআরপিসি" বলা হয়) এবং সাক্ষ্য আইনের বিধানগুলি এই কারণে আকৃষ্ট হয় না যে কার্যধারা দ্রুত শেষ করতে হবে। সুতরাং, বিচার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে। মামলাটি কেবল অনুমান এবং অনুমানের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। অভিযুক্ত অবমাননার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে। উদ্দেশ্যের জন্য প্রণীত বিধিমালা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য কার্যধারা শেষ করতে হবে।

আমরা হয়তো বিবেচনাধীন বিষয়টি নিয়ে আরও দুটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। মুথু কারুপ্পান, পুলিশ কমিশনার, চেন্নাই বনাম. পরিথি তামভাজুতি এবং আনআর-এর মামলায় এই আদালত এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

১৫. মিথ্যা হলফনামা দাখিল করে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া একটি অশুভ কাজ যা কার্যকরভাবে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সমীচীন বলে মনে করা হলে বিচারের আদেশ দেওয়া উচিত, তবে কোনও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ে 'ইচ্ছাকৃত মিথ্যা' র প্রাথমিক মামলা অবশ্যই থাকতে হবে এবং পি আদালতকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে অভিযোগের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে।

১৭. অবমাননার কার্যধারা আধা-ফৌজদারি প্রকৃতির, বোঝা এবং প্রমাণের মান ফৌজদারি মামলাগুলিতে প্রয়োজনীয় হিসাবে একই। অভিযোগগুলি এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা সংবিধিবদ্ধ নিয়ম পি অনুসারে তৈরি করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত অবমাননার অধিকারী সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। আইন নিছক সম্ভাবনার ভিত্তিতে অবমাননার কার্যধারায় কোনও শাস্তি আরোপ করার অনুমতি দেয় না, একইভাবে, আদালত কেবল অনুমান ও অনুমানের ভিত্তিতে কোনও ভিত্তি ছাড়াই অভিযুক্ত অবমাননার শাস্তি দিতে পারে না। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, অবমাননার কার্যধারা আধা-ফৌজদারি প্রকৃতির হওয়ায় এই ধরনের কার্যধারায় প্রযোজ্য নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন।

২ (২০১১) ৫ এস. সি. সি ৪৯৬

মৃত্যুঞ্জয় দাস এবং আনার বনাম সৈয়দ হাসিবুর রহমান এবং/ওরস. * মামলায় এই আদালত এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

১৪. এই মুহূর্তে বিষয়টির অন্য দিকটিও লক্ষ্য করা উচিত, অর্থাৎ, প্রমাণের মানের বোঝা। সাধারণ ইংরেজি বাক্যাংশ 'যে দাবি করে তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে'-এর যথাযথ প্রয়োগ রয়েছে অভিযোগের প্রমাণের ক্ষেত্রে যা অবমাননার কাজ বলে মনে করা হয়। 'প্রমাণের মান' সম্পর্কে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদালত অবমাননা আইন এর আধা-ফৌজদারি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের অসাধারণ এখতিয়ারের অধীনে একটি কার্যধারা, এবং এইভাবে, প্রমাণের প্রয়োজনীয় মানটি ফৌজদারি কার্যধারার এবং লঙ্ঘনকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বর্তমান মামলায়, রেকর্ডের উপাদান অনুসারে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে আবেদনকারী ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০-এর আগে বা পরে অননুমোদিত কাঠামো পুনর্গঠনে অবদান রেখেছিলেন। উপরন্তু, আবেদনকারীকে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই টিএম প্রদান করা হয়নি যা তার পূরণ করার আশা করা হয়েছিল। তবুও, বিতর্কিত রায়ের চূড়ান্ত উপসংহার হল যে আপিলকারীর কাজগুলি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা দেখায় এবং ভুল হলফনামা দাখিল করার জন্য আদালতের ফৌজদারি অবমাননার সমতুল্য।

হাইকোর্ট তাঁর আবেদনের সমর্থনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্ভর করা সমসাময়িক রেকর্ড যাচাই বা পরীক্ষা করার কোনও চেষ্টা করেনি যে তাঁর দায়ের করা হলফনামায় বর্ণিত প্রকৃত অবস্থানটি উক্ত রেকর্ড থেকে প্রমাণিত এবং শক্তিশালী করা হয়েছিল। প্রথম ধ্বংসের তারিখ (৭ জুন, ২০০০) থেকে ৬ মাস এবং দ্বিতীয় ধ্বংসের (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০) থেকে ৩ মাসের ব্যবধানের পরে প্রস্তুত করা আইনজীবী কমিটির প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে এইভাবে দায়ের করা হলফনামাকে ভুল বা বিভ্রান্তিকর বলা যাবে না।

১৩। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে প্রস্তুত করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি বলে হাইকোর্টের রেকর্ড করা সিদ্ধান্তটি সঠিক পদ্ধতি নয় এবং স্পষ্টতই ভুল। হাইকোর্টের উচিত ছিল অফিস জমা, মিসেল ব্যান্ড রেজিস্টার, অফিস ফাইল, নোটিশ, ফটোগ্রাফ এবং প্রেস রিপোর্ট ইত্যাদির আকারে 'সমসাময়িক রেকর্ড'-এর সত্যতা এবং সত্যতা পরীক্ষা করা আপীলকারীর দ্বারা।

৩ (২০০১) ৩ এস. সি. সি ৭৩৯

আপীলকারীর দ্বারা। এটি একটি ভিন্ন বিষয় হবে যদি সমসাময়িক রেকর্ড আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা হলফনামায় যথাক্রমে ৩ টিএম জানুয়ারী, ২০০১ এবং ৮ শতাংশ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে গৃহীত অবস্থানকে সমর্থন না করে। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন যেখানে ইস্যুটির বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মোকাবিলা করা হয়েছে এবং আবেদনকারীর দ্বারা নেওয়া আবেদনটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৪। যাই হোক না কেন, আপিলকারীকে ২৪ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা নোটিশের প্রসঙ্গে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি এইভাবে পড়েঃ

আবেদনকারীর আইনজীবী মিঃ আর. এস. সেহরাওয়াতের হলফনামায় উল্লেখ করেছেন যে সম্পত্তি যথাক্রমে ৭ই জুন, ২০০০ এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। মিঃ অবস্তি এই সম্পত্তিগুলির ছবি দেখিয়েছেন। ছবিগুলি থেকে মনে হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি অক্ষত রয়েছে এবং ভেঙে দেওয়া হয়নি, তাই আমরা প্রাথমিকভাবে মতামত দিচ্ছি যে এমনকি মিঃ সেহরাওয়াতও সত্যের সাথে স্বাধীনতা নিয়েছেন। মিঃ ইউ. এস. চৌহান এবং মিঃ আর. এস. সেহরাওয়াত, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারস, এম. সি. ডি-কে নোটিশ জারি করুন, কেন তাদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয় এবং আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত নয় তা দেখানোর জন্য। জবাবে হলফনামা ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১-এর মধ্যে দাখিল করা যাক।

১৫. আপিলকারীকে দেওয়া দ্বিতীয় নোটিশের জবাবে, তিনি ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০১ তারিখে আরও একটি হলফনামা দাখিল করেন যাতে নিম্নোক্ত অনুরোধ করা হয়ঃ

৩. যে প্রতিনিধি জমা দিয়েছেন যে প্রতিনিধি কোনও মিথ্যা হলফনামা দাখিল করেননি, বা এই মাননীয় আদালতের সামনে ৩.১.২০০১-এ হলফনামা দাখিল করার সময় প্রতিনিধি সত্যের সাথে স্বাধীনতা নেননি। আমি উল্লেখ করছি যে ২৪.১.২০০১ তারিখের আদেশে, প্রতিনিধি হিসাবে এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে সম্পত্তি নং, ৪৯ এবং H-৫৪১, যা প্রতিনিধি দ্বারা ৭.৬.২০০০ এবং ১৪.৯.২০০০ ১৫.৯.২০০০-এ ধ্বংস করা হয়েছিল, এই মাননীয় আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন এবং এই = সম্পত্তির ছবি অনুসারে ধ্বংস করা হয়নি।

৪. যে প্রতিনিধি জমা দিয়েছেন যে সম্পত্তি নং, ৪৯ ৭.৬.২০০০-এ ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং ধ্বংসের আগে এবং ধ্বংসের পরে বিদ্যমান বিল্ডিংয়ের ফটোগুলির ফটোকপি ইতিমধ্যে প্রতিনিধি দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে।

৩.১.২০০১-এ দাখিল করা হলফনামা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তির ফটোকপি/আরও ছবি জমা দিচ্ছেন। আমি আরও বলি যে সংবাদমাধ্যমের কাছে সৈনিক ফার্মে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য পূর্ববর্তী তথ্য ছিল এবং সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকরা সৈনিক ফার্মে ছিলেন। ৪৯ বছর বয়সী সৈনিক ফার্মের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের ছবি কিছু সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা তুলেছিলেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, তারিখের ৮.৬.২০০০ সংস্করণে ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামোটি দেখানো হয়েছিল। এটি স্বাধীন প্রমাণ যা প্রতিনিধির অবস্থানকে সমর্থন করে।

আমি আরও উল্লেখ করছি যে, দূরদর্শনের ভিডিওর দলটি ৪৯টি সৈনিক খামার ধ্বংসের দৃশ্য ধারণ করেছে এবং রাত ১০টায় "আজ তক" অনুষ্ঠানে এই ক্লিপগুলি দেখানো হয়েছে। আমি এই আদালতের অনুগ্রহ কামনা করছি যে, 'আজ তক' অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভিডিও ফিল্মটি তলব করা হোক, যা 'আই. ডি. ১'-এ সম্প্রচারিত হয়েছে। ১-এ বলা হয়েছে যে, সম্পত্তির মালিক আগের ধ্বংসের পরে এটি পুনর্নির্মাণ করেছেন। আমি বলেছি যে, প্রতিনিধি দ্বারা দায়ের করা পূর্ববর্তী হলফনামায় আমি যেমন বলেছি, 'আই. ডি. ৩'-এর পরে আমাকে সৈনিক খামারগুলির জন্য জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের কাজ আর দেওয়া হয়নি এবং তার পরেই কাঠামোটি পুনরায় তৈরি করা হয়েছে।

আমি বলেছি যে সৈনিক ফার্মের ভারপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমার মেয়াদকালে শুধুমাত্র একটি সম্পত্তি ছিল যার উপর নং, ৪৯ সৈনিক ফার্ম ছিল, যা আমি ভেঙে ফেলেছিলাম।

৫। সম্পত্তি নং এইচ-৫৪১, সৈনিক ফার্মস-এর ক্ষেত্রে, আমি উল্লেখ করছি যে কমিটির প্রতিবেদনে সেটার উল্লেখ নেই। যাইহোক, ২৯.১.২০০১,১ উক্ত সম্পত্তির স্থান পরিদর্শন করেছে এবং বলেছে যে আমার দ্বারা পূর্ববর্তী ধ্বংসযজ্ঞের পরেও উক্ত সম্পত্তিটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। আমি উল্লেখ করছি যে পুনর্গঠিত সম্পত্তিটি এখনও সমাপ্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং সম্পত্তির মধ্যে পেইন্টিংয়ের কাজ এখনও চলছে। আমি বলতে চাই যে এই মাননীয়া আদালত কর্তৃক কমিটির সদস্যদের অবিলম্বে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা উচিত যে ভবনগুলি রঙ করার প্রক্রিয়া চলছে কিনা বা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে এবং রঙ করা হয়েছে কারণ এটি দেখাবে এবং তার পুনর্নির্মাণ প্রমাণ করবে।

আমি ইতিমধ্যেই আমার পূর্ববর্তী হলফনামা সহ আমার ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তির ছবি জমা দিয়েছি। '৬। আমি উল্লেখ করছি যে, আমি ইতিমধ্যে এই আদালতে ৩.১.২০০১-এ দায়ের করা আমার হলফনামায় যেমন বলেছি, কর্পোরেশনের কমিশনার সাপ্তাহিকভাবে সৈনিক ফার্মের কার্যক্রম পর্যালোচনা করছিলেন।

এবং জোনাল ইঞ্জিনিয়ার এবং জোনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞের তদারকি করছিলেন। উক্ত জোনাল ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্টও ডাকা উচিত।

৭. আমি বলি যে আমাকে প্রেস ফটোগ্রাফারদের প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত, দূরদর্শন দল যা ৭.৬.২০০০-এ ধ্বংসযজ্ঞের ভিডিও টেপ করেছিল এবং জোনাল ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের প্রমাণও প্রমাণ করার জন্য যে আমি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছি এবং কোনও হলফনামা দাখিল করিনি বা সত্যের সাথে স্বাধীনতা নিইনি।

১৬. আপিলকারীর দ্বারা গৃহীত এই নির্দিষ্ট অবস্থানটি হাইকোর্ট মোটেও বিবেচনা করেনি। আপিলকারী পুনর্বিবেচনার আবেদনে এই অভিযোগ করেছিলেন, তবে কোনও লাভ হয়নি। আমাদের মতে, এটি ধরে নেওয়া সম্ভব নয় যে ৭ই জুন, ২০০০ এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০-এ গৃহীত ধ্বংসযজ্ঞের কাজটি আবেদনকারী তার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া সমসাময়িক 'অফিস জমা/রেকর্ড এবং ফটোগুলিতে প্রতিফলিত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

১৭. প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীকে এই একক ভিত্তিতে সফল হতে হবে যে, হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন না করে বা তার কাছে এই ধরনের অভিযোগ দাখিল না করে অন্যায়ভাবে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে; এবং আরও কারণ আবেদনকারীর দ্বারা হলফনামা দাখিল করা সমসাময়িক সরকারী রেকর্ড দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে অভিহিত করা যায় না। তদনুসারে, এই আবেদনটি সফল হওয়া উচিত।

১৮. উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, সি. এম.-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ।

২০০১-এর সি. ডব্লিউ. পি-তে ২০০১-এর সি. ডব্লিউ. পি-তে ২০০১-এর ১ শতাংশ জুন এবং ২০০১-এর আর. এ-তে ২০০০-এর সি. ডব্লিউ. পি-তে .

নিধি জৈন

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta